অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.৪২.১৮.০০৭.২২.**৬০৬**

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪২৯ / ১৮ এপ্রিল ২০২২

বিষয় : জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ অনুযায়ী সকল জেলা পরিষদের ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী [*জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ অনুযায়ী সংশোধিত*] জেলা পরিষদসমূহের সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য সংখ্যা এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে (**কপি সংযুক্ত**)। ফলে জেলা পরিষদসমূহের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের ওয়ার্ডসমূহের সীমা পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

২। উল্লেখ্য, জেলা পরিষদ (ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী জেলার ডেপুটি কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের 'সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা' এবং তাঁর মনোনীত উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার অথবা এডিশিনাল ডেপুটি কমিশনার সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন **(কপি সংযুক্ত)।**

৩। এমতাবস্থায়, জেলা পরিষদ (ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪, ৫ ও ৬ অনুসরণে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের ওয়ার্ডসমূহের সীমা পুনঃনির্ধারণপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১৮.০৪.২০২২

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৫৫৬৮
Email-lgzp@lgd.gov.bd

জেলা প্রশাসক
.....(সকল)।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার..... (সকল)।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়.....(সকল)।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ.....(সকল)।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১৩, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০ চৈত্র, ১৪২৮/১৩ এপ্রিল, ২০২২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ চৈত্র, ১৪২৮ মোতাবেক ১৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২২ সনের ১০ নং আইন

জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার মোট উপজেলার সমসংখ্যক সদস্য;

মূল্য : টাকা ৪.০০

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যায়) নারী সদস্য:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাদের সংখ্যা ২(দুই) এর কম হইবে না; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র এবং ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রতিনিধি পদাধিকারবলে সদস্য।"।

৩। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর প্রান্তস্থিত ":" কোলন চিহ্নের পরিবর্তে " ।" দাড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশন, যদি থাকে, এর মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে উক্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে।

(২) সদস্য নির্বাচনের নিমিত্ত গঠিত প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য একটি পৃথক ভোটার তালিকা থাকিবে।"।

৫। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকারবলে কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করিবেন; তবে তাহাদের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।"।

৬। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনে নূতন ধারা ৩৭ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**৩৭ক। বার্ষিক প্রতিবেদন।**—পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহার সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।"।

৭। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর—

(১) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "একজন সচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(২) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) পরিষদ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৮। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে," শব্দগুলি ও কমার পর "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

৯। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮২। **প্রশাসক নিয়োগ।**—(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(২) কোনো জেলা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এবং পরবর্তী পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার, একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক পদে কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের সময়কাল কোনো ক্রমেই একের অধিকবার বা ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক হইবে না।"।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

জেলা পরিষদ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১০ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ২৬০-আইন/২০১৬।—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা জেলা পরিষদ (ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) ''আইন'' অর্থ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন);

(খ) ''নির্বাচকমণ্ডলী'' অর্থ আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী; এবং

(গ) ''সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা'' অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধান।**—সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদের অখণ্ডতা বজায় এবং প্রতি ওয়ার্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা, যতদূর সম্ভব, সমরূপ রাখিয়া ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ করিবেন:

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

তবে শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে পরস্পর সন্নিহিত ওয়ার্ডসমূহ একত্রে রাখিবার বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

৪। **ওয়ার্ডের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ।**—(১) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা আইনের ধারা ১৫ এর অধীন তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণকল্পে আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে কোন্ এলাকা কোন্ ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতপূর্বক সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

(২) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ওয়ার্ডের প্রাথমিক তালিকা ২(দুই) টি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিয়া স্থানীয়ভাবে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রকাশিত ওয়ার্ডের প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে উহা এই বিধির অধীন প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার বরাবরে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার অথবা এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার, সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা হইবেন।

৫। **ওয়ার্ডের প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রাপ্ত আপত্তি নিষ্পত্তি।**—সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন ওয়ার্ডের প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আপত্তি বা পরামর্শ পরীক্ষা নিরীক্ষাক্রমে এবং প্রয়োজনে তদন্ত পরিচালনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবেন, এবং উক্তরূপ তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা তদ্‌নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুনানির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৬। **ওয়ার্ডের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ।**—(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের পর উহার উপর উক্ত বিধির উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া না গেলে সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা অবিলম্বে উহার আলোকে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং উহা ২(দুই) টি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের ওয়েবাসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিয়া স্থানীয়ভাবে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শের আলোকে সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা বিধি ৫সহ আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের পর প্রত্যেক ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখপূর্বক ওয়ার্ডের চূড়ান্ত তালিকা ২(দুই) টি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

(৩) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহিলা সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে, অনধিক ৩(তিন) টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণপূর্বক, উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসরণক্রমে ওয়ার্ডসমূহের সংরক্ষিত আসনের তালিকা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক

সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd